দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১৫

ভারসাম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা

মুনতাসির সিয়াম

একটি দেশের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন দেশকে সফলতার সোনায় মুণ্ডিত করতে পারে; তেমনি একটি ভারসাম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা সে দেশকে একেবারে পঙ্গুও করে ফেলতে পারে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সেখান থেকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সবার আগে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে সুনজর দিতে হবে সরকারকে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায়, এর ভারসাম্যহীন অবস্থার কথা। যা তৈরি হচ্ছে মূলত সামগ্রিকভাবেই।

ভালো রেজাল্ট করেও যে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত এমনটাও কিন্তু নয়। ছোট্ট একটা উদাহরণ থেকেই তা স্পষ্ট হয়, শিক্ষার্থীরা তাদের সারা জীবনের স্বপ্ন স্বার্থক করে একসময় ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর যোগ্য কর্ম সুযোগের অভাবে বাধ্য হয়ে এমবিএ করে ব্যাংকে চাকরি নিচ্ছে অথবা বিসিএস পরীক্ষার দিকে মনোনিবেশ করছে। যার ফলে ব্যাংকিং সেক্টরের বিষয়গুলোতে পড়া শিক্ষার্থীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই চাপের মুখে পড়ছে। তাহলে বলতে হচ্ছে, একজন শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যদি ব্যাংকেই চাকরি করবে, তবে তার সারা জীবনের স্বপ্ন, চার বছরের অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যলয়ে চান্স পাওয়া এবং এরপর তিলে তিলে নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে সত্যিকার অর্থে মূল্যটা কি থাকলো!

আবার, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট বিভাগের শিক্ষার্থী অন্য বিভাগের ইউনিটগুলোতেও পরীক্ষা দিতে পারবে। এক্ষেত্রে একটুও বিবেচনা করা হলো না যে, বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থীর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্দিষ্ট বিভাগের বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মানবিক এবং

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আবার তারা বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার হওয়ার কারণে বিজ্ঞান বিভাগের ইউনিটে পরীক্ষাও দেয় না। কাজেই তাদের একমাত্র সুযোগ থাকছে সাধারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ইউনিটে ভর্তি হওয়া। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাও যদি তাদের ইউনিটে পরীক্ষা দিতে যায়, তবে দেখা যাচ্ছে মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিজেদের বিভাগের বাইরেও ভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে লড়াই করে ভর্তি হওয়ার সুযোগ অর্জন করতে হচ্ছে। আবার, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হলেও, সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মান সমান বা মোটামুটি কাছাকাছি পর্যায়ের ঠিক তেমনও না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি এমন অসঙ্গতি চলতেই থাকে, তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে ভয়াবহ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আশার কথা হলো, সরকার সবদিক থেকে না পারলেও শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত হিসেবে শিক্ষা ও প্রযুক্তিকেই রাখা হয়েছে। যেখানে ব্যয় খরচ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে প্রায় ৫২,৯১৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৫.৫৩%। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের পরিমাণের কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয় ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির। বিভিন্ন শিক্ষা ভাতা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা উদ্যোগ, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতাও করা হচ্ছে। তবে এ সবকিছুর পরেও যদি উল্লেখিত অসঙ্গতিগুলো দূর করা না যায়, তবে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে নিশ্চিতভাবে। যার জন্য এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে একসাথে সচেতন হতে হবে। তবেই দেশের সমৃদ্ধি হবে বলে মনে করা যায়।

● **লেখক : শিক্ষার্থী, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা**